ECOH
ESTD-1999



নিউজলেটার
জুলাই ইস্যু ২০২১

এখলাসপুর সেন্টার অফ হেলথ

প্রতিষ্ঠাতাঃ অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা জামান

এখলাসপুর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ৩৬৪১
মোবাইলঃ 01766020707 I ওয়েবসাইটঃ ecohbd.org
ইমেইলঃ chandpurecoh3641@gmail.com

সম্পাদকীয়



সরকার কবির উদ্দিন

মানুষ মরণশীল। আর এটাই মানুষের অমোঘ নিয়তি। কিন্তু বেঁচে থাকার এই সময়টাতে মানুষের শরীর, মন আক্রান্ত হয় নানারকম অসুখ-বিসুখে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা সেবা না পেলে মানুষের মৃত্যু তরান্বিত হয়। হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ'তায়ালা। তা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানু'তায়ালা অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা, নিরাময়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। অনাদিকাল থেকেই মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য, প্রতিকারের জন্য নানারকম চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। যা ছিল খুবই অপ্রতুল ও মানহীন। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমানে খুবই অগ্রগতি লাভ করেছে। এর ফলে মানুষ রোগব্যাধী থেকে যেমন নিষ্কৃতি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের গড় আয়ু। নিকট অতীতের প্রাণঘাতী এবং দুরারোগ্য রোগ সমূহ আজকাল চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন হেতু সাধারণ রোগে পরিণত হচ্ছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এখনো গ্রামীণ চিকিৎসা সেবা ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ ও হাতুরে চিকিৎসক নির্ভর। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ গ্রামীণ মানুষ এসব অপচিকিৎসার বলী হয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর মৃত্যুও ঘটছে। এখলাসপুর তথা এতদঞ্চলে গ্রামীণ চিকিৎসা সেবায় আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছে এখলাসপুর সেন্টার অব হেল্থ (ইকো)। ইকো এলাকার মানুষের মাঝে স্বল্পমূল্যে, নামেমাত্র মুল্যে আধুনিক চিকিৎসা সেবা তুলে দেওয়ার সাথে সাথে মানুষকে বিভিন্ন সংক্রামক, অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা সহ তামাক বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মন-মানসিকতায় চিকিৎসা সেবা গ্রহণের বিষয়ে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। ইকো মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। এলাকার মানুষের মাঝে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার অঙ্গীকার পালনের দায়বদ্ধতা থেকে ইকো'র প্রতিষ্ঠাতা ড. মোঃ মোস্তফা জামান যে অনুকরণীয়, অভাবনীয় ও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। আশা করছি, এলাকাবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা এবং সমর্থনে এই মহতী উদ্যোগ বিস্তৃত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে!

মাঠ পরিদর্শনের বিস্তারিত প্রতিবেদন

পলাশ চন্দ্র বণিক, BUHS, ঢাকা

একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য সহায়তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৯ সালে ইকো'র যাত্রা শুরু হয়। বাতজ্বর, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, প্রসূতির চিকিৎসা সেবা সহ ধূমপান তথা তামাক জাতীয় পণ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইকোর রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও হাত ধোয়া, সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানো, ভাইরাল ডিজিজ ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত মোটিভেশনাল সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত ২৪ মার্চ ২০১৮ খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের ক্ষতিকর দিক, অসংক্রামক রোগ সমূহের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং এসবের কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে জানতে আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেল্থ সায়েন্সের NCD ও Community Medicine বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি ছোট্ট দল নিয়ে ইকো পরিদর্শনে আসি। কাক ডাকা ভোরে যাত্রা শুরু করে সড়কের দু'পাশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগুতে থাকে আমাদের দলটি। অবশেষে প্রত্যাশিত সময়েই পৌঁছে যাই আমাদের মনজিলে মকসুদ ইকো প্রাঙ্গণে। অত্যন্ত পরিপাটি, ছিমছাম পরিবেশ, সবুজের সমারোহ, আধুনিক স্থাপত্যকলায় নির্মিত ত্রিতল ভবন, ভবনের ভিতর বাহির উভয় দিকেই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ছাপ লক্ষ্যনীয়। ইকোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুবই



আন্তরিকতা নিয়ে আমাদেরকে সকল তথ্য এবং এর কার্যক্রম বুঝিয়ে আমাদের পরিদর্শনের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। এই দিনই ইকোর প্রতিষ্ঠাতা ড. জামান সাহেব ইকোর ওয়েব পেজ চালু করেন। আমরা ইকোর বিভিন্ন জনহিতকর ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কাজের সাথে পরিচিত হয়ে যুগপৎ গর্বিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছি, যা আমাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিস্তারিত জানতে একটি মাত্র দিন পর্যাপ্ত নয়, কারণ ইকো কমপ্লেক্সটি আয়তনে ছোট হলেও এর অধিক্ষেত্র ছোট নয়। স্বাস্থ্যসেবার এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার এই ইকো হাসপাতাল।

বাতজ্বরে ভুতুড়ে লক্ষণ



অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা জামান

'বাতজ্বর' শব্দটি শুনলেই গিড়ায় ব্যথা বা বাতের কথা মাথায় চলে আসে। তাই বাতজ্বরের এ লক্ষনটির কথা সবার জন্য। বাতজ্বরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে হার্টের প্রদাহ যার কারণে হার্টের ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটিও বর্তমানে অনেকেই জানেন। কিন্ত বেশির ভাগ লোকই জানেন না যে, বাতজ্বরে একটি ভুতুড়ে লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এটি বাতজ্বরের তৃতীয় প্রধান লক্ষণ। বাংলাদেশে বাতজ্বরের শিক্ষামূলক প্রচারণায় এই লক্ষণ যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়াই হয়তো এ অজ্ঞতার কারণ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটির নাম হচ্ছে 'কোরিয়া'। এটি গ্রিক ভাষার 'কোরেইয়া' শব্দ থেকে এসছে, যার অর্থ হচ্ছে নৃত্য। টমাস সিডেনহাম ১৬৮৬ সালে লক্ষণটির বিশদ বর্ণনা দেন। তবে তিনি এটিকে 'সেইন্ট ভিটাস নৃত্য' হিসাবে আখ্যা দেন। পরবর্তী সময়ে তার উত্তরসূরিরা তার নামানুসারে একে 'সিডেনহাম কোরিয়া' নামকরণ করেন। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কোরিয়া বেশি হয়ে থাকে। এটি সাধারণত শিশুদের হয়ে থাকে। বয়োসন্ধিক্ষনের পর এর প্রাদুর্ভাব কমতে থাকে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের হয় না বললেই চলে। কোরিয়া এক প্রকার স্নায়বিক সমস্যা। এতে হাত-পা ও মুখমন্ডলের পেশির ঝাঁকুনিপুর্ণ অনৈচ্ছিক ও অপ্রয়োজনীয় সঞ্চালন ঘটতে পারে। তবে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে না । হাত ও মুখমন্ডলের পেশির কার্যক্রমে এক বিশৃঙ্খলা অবস্থার তৈরী হয়, যার উপর রোগীর নিয়ন্ত্রণ থাকে না বললেই চলে। ঘুমের সময় এগুলো দেখা যায় না। মুখমন্ডলের প্রকাশভঙ্গির জন্য যেসব পেশি ব্যবহার হয়, তাদের গোলযোগের কারণে বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখা দেয়। মাঝে মধ্যে রোগীর মুখবিকৃতি ঘটে, যা ভেংচি বলে প্রতীয়মান হয়। রোগীর হাসি অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। ভেংচির কারনে স্কুলে বয়স্কদের সঙ্গে ঝগড়া হযে যেতে পারে। কথাবার্তা বিকৃত বা অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। হাতের পেশির দূর্বলতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারনে রোগী অতি সাধারণ দৈনদিন কাজগুলোও ঠিকমত করতে পারে না। উদাহরণস্বরুপ জুতার লেস লাগানো, চাবি দিয়ে তালা খোলার কথা বলা যেতে পারে। হাত থেকে চায়ের কাপ, পানির গ্লাস ইত্যাদি পরে যেতে পারে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে হতাশ থাকে। রোগী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে ও অস্থিরতায় ভোগে। হঠাৎ বিনা কারণে কেঁদে ফেলতে পারে।



লক্ষণগুলো তীব্র হলে পাগল হয়ে গেছে বলে মনে হতে পারে। সিডেনহাম কোরিয়া কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। কোরিয়ার সঙ্গে বাতজ্বরের অন্য উপসর্গগুলো কোন কোন রোগীর একবারেই থাকে না। আবার করো কারো গিড়া ব্যথার কযেক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর কোরিয়া দেখা দিতে পারে। তাই অভিভাবকরা কোরিয়ার সঙ্গে বাতজ্বরের সম্পৃক্ততা খুঁজে পান না এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন না। অথচ কোরিয়ার রোগীদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে হৃদযন্ত্রের প্রদাহ থাকে। চিকিৎসা না নিলে এরা বাতজ্বরজনিত হৃদরোগের শিকার হয়। তাই কোরিয়ার চিকিৎসা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয়।

আমাদের দেশে কোরিয়াকে অনেকেই 'বাতাস' লাগা, কুদৃষ্টি ইত্যাদি মনে করেন। বিশেষত গ্রাম এলাকার লোকজন রোগীকে ভুতে ধরেছে বলে মনে করেন। ভুত ছাড়ানোর জন্য তাবিজ-কবজ, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি করান। এসব যারা করেন বা করান তারা কেউ জানেন যে, রোগীর বাতজ্বর হয়েছে। ফলে রোগী চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন এবং এদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে ভোগেন। তাই কোরিয়া আক্রমনের সন্দেহ হলেই বিলম্ব না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০২

স্মৃতির খাতায় লিখে রাখা ইকো'র দিনগুলি



ডা. এ. টি. এম সানাউল বাশার
Turberculosis, Communicable Diseases and Urban Health Specialist
Office of Population, Health, Nutrition and Education, USAID

বন্ধু ডাঃ মোস্তফা তৌফিকের সাথে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বাতজ্বর ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ডাঃ মোঃ মোস্তফা জামান ভাইয়ের সাথে প্রথম দেখা। কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে একদিন উনার সাথে রওয়ানা হলাম মেঘনার কোল ঘেঁষা মতলব উত্তরের 'এখলাসপুরের' দিকে। প্রায় তিন ঘণ্টা ভ্রমণের পর পৌঁছলাম ইকো'তে। ইকো'র সাথে চলার সেই শুরু।

দশ বছর ইউরোপে থাকা এবং এক বছর বাংলাদেশে সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সেবা দিতে এসে প্রথমেই আমার এখলাসপুরের মানুষদের ভালো লেগে গেল। ছোট্ট একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। মাত্র তিনটি কক্ষ এবং একটি টয়লেট। দুইজন কর্মচারী। অফিস কাম ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিস সহকারী। একতলা সেই ইকো স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে তখন ঢাকার সাথে যোগাযোগের খুব সমস্যা ছিল। মোবাইল নেটওয়ার্ক তখন এতো বিস্তৃত হয়নি। বিশাল লম্বা বাঁশের মাথায় এন্টেনা লাগিয়ে মোবাইল নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে হত। মোবাইল পকেটে নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করার তখন সুযোগ ছিলনা, তাই পকেটের বদলে মোবাইল তখন শোয়ার ঘরের টেবিলই পড়ে থাকতো। প্রথম প্রথম এখলাসপুরবাসী আমাকে তাদের একজন হিসেবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা ও আড়ষ্টতা দেখাতো। আমার আর এখলাসপুরবাসীর সম্পর্কের মাঝে বাঁধা হিসেবে কাজ করা অদৃশ্য দেয়ালটি ভাঙ্গার কৌশলী উদ্যোগ আমাকেই নিতে হলো। প্রথমে এলাকার তরুণদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তাদের কাছাকাছি চলে এলাম। এরপর বয়স্ক মুরুব্বীদের নানা আত্মীয়বাচক সম্বোধনে ডাকা শুরু করলাম। তারাও পাল্টা আমাকে একই সম্বোধনে ডাকতে লাগলো। উইন উইন সিচুয়েশনে আমি তাদের একজন হয়ে গেলাম। ইকোতে তখন কোন টিভি, কম্পিউটার ছিলনা। সন্ধ্যার পরে সময়গুলো তাই যথেষ্ট বোরিং লাগতো। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে আমার সহায় হলো ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বইগুলো। বই পড়েই সময়টা কাটিয়ে দিতাম। এলাকার তরুণদের সাথে সখ্যতার কথা আগেই বলেছি। তাদের একজন গিটার বাজিয়ে ভালো গান করতো। ফলে তাদের সাথে গল্প, গানে সময়টা বেশ কাটছিল। এভাবেই ইকো' র সাথে একাত্ম হওয়ার শুরু।

আমার আন্তরিকতা ও ভালো ব্যবহারে ইকো'তে ধীরে ধীরে রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। তা সত্ত্বেও আমি আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। রোগীদের ঔষধের সাথে প্রেসক্রিপশন মিলিয়ে দেখলে প্রায়ই দেখতাম ফার্মেসির লোকেরা প্রেসক্রিপশনের ঔষধ পাল্টে নিম্নমানের কোম্পানির ঔষধ রোগীকে গছিয়ে দিতো। একদিন এখলাসপুর বাজারের ঔষধের দোকান পরিদর্শনে বের হলাম। দেখলাম দোকানের তাকের বেশীরভাগই ঠাসা নিম্নমানের ঔষধ দিয়ে। এদের কয়েকজনের সাথে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, আমার প্রেসক্রিপশনের ঔষধ গুলো দয়া করে পাল্টে দেবেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁরা কেউ আমার অনুরোধ রাখেননি। এই বিষয়ে ডাঃ জামান ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। তাঁর উদ্যোগে ইকো'র পরিত্যক্ত গ্যারেজে এলাকার জার্মান ফেরত একজন ভদ্রলোকের মাধ্যমে একটি ঔষধের দোকান খুললাম। বেশকিছু ভালো কোম্পানির MR দ্বারা Credit এ ঔষধের ব্যবস্থা করলাম। এরপর Prescribed ঔষধ নিয়ে আর কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। মানসম্পন্ন ঔষধের সাথে ইকোর মেলবন্ধনের সেই শুরু।

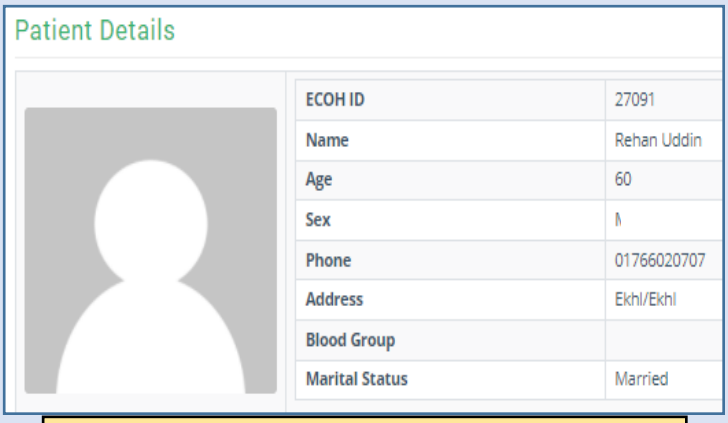
আমার আরেকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. আশির আহমেদের বাড়িও এখলাসপুরে (জাপান প্রবাসী এবং ডা. জামান ভাইয়ের কাজিন)। বাড়িতে যেয়ে আশিরের দাদুকে চিকিৎসা দেয়ার সময় উনি বলতেন, 'তুমি আমার নাতি বাবুর বন্ধু?' কথাগুলো বলার সময় উনাকে খুবই খুশী খুশী লাগতো! অনেক বয়স্ক মুরুব্বীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছি তাঁদের বাসায় গিয়ে। এতে আমার আর ইকো উভয়েরই জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো দিন দিন। মনে পড়ে, দুপুরে বা রাতে খাবারের সময় এ বাড়ি, সে বাড়ি থেকে আমার জন্য কলাটা, মুলোটা, দুধ, ডাল এটা সেটা পাঠানো হতো। এখলাসপুরবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছিলাম অবিরাম। ইকো'র কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতনভাতা ঢাকা থেকে ফান্ডিং করা হতো। আমি চাইলাম এই বেতন ভাতার ফান্ড যেন ইকোর আয় থেকেই তৈরি হয়। একটা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পরবর্তীতে সেটা করতে পেরেছিলাম। ইকো'র স্বাবলম্বী হওয়ার সেই শুরু!

আমার এই সুখের এখলাসপুর জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে ষাটনলে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ডুবে ছয় শতাধিক মানুষের করুন সলিল সমাধির কারণে। আমেরিকা প্রবাসী আমার মা ও ভাই বোনেরা জানতে পারে, এই নদী পেরিয়েই আমাকে এখলাসপুরে যাতায়াত করতে হয়। তাই তাঁরা চায় না আমি এখলাসপুরে থাকি। মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারিনি। চলে আসতে হয় এখলাসপুর থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঢাকায়।

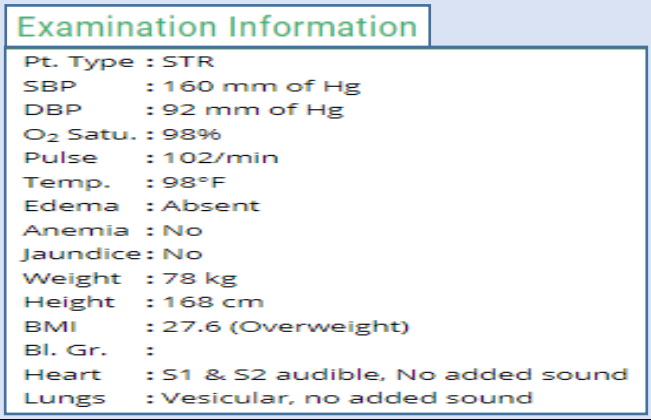
বেশ কিছুদিন ধরে ইকো'র ফেসবুক একাউন্টে দেখছি এবং শুনছি, ইকো এখন বেশ শক্ত ভিতে দাঁড়ানো একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মেডিকেল অফিসারদের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এটাচড্ বাথরুম সহ। ইকো'র প্রাঙ্গনে এখন সারা বছর জুড়ে থাকে নানা রঙের ফল-ফুলের সমাহার। শীতকালে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হয়। সারাবছর ধরে ক্যারম খেলার ব্যবস্থা। দৈনিক রোগীর সংখ্যা প্রায় অর্ধশ'য়ের কাছাকাছি হচ্ছে! খুব জানতে ইচ্ছে করে ইকো নামক আজকের সুশোভিত বাগানের প্রথম দিককার মালীদের কথা কেউ মনে রেখেছে কিনা! আশা আছে, একদিন যাবো ইকো'তে। ইকো'র মঙ্গল কামনা করছি। ডাঃ জামান ভাইয়ের চমৎকার লিডারশীপে ইকো'র আরো উন্নতি হোক এ প্রত্যাশাও করি। শেষ করবো Tao of Leadership নিয়ে কিছু পংক্তিমালা দিয়ে- Go to the people/Live with them/Love them/Learn from them/Start with what they have/Build on what they know/But of the best leaders/When their task is accomplished/The work is done/The people will all say/We have done it ourselves -Lao Tzu

ইকোতে সফটওয়্যারভিত্তিক প্রেসক্রিপশন সেবা

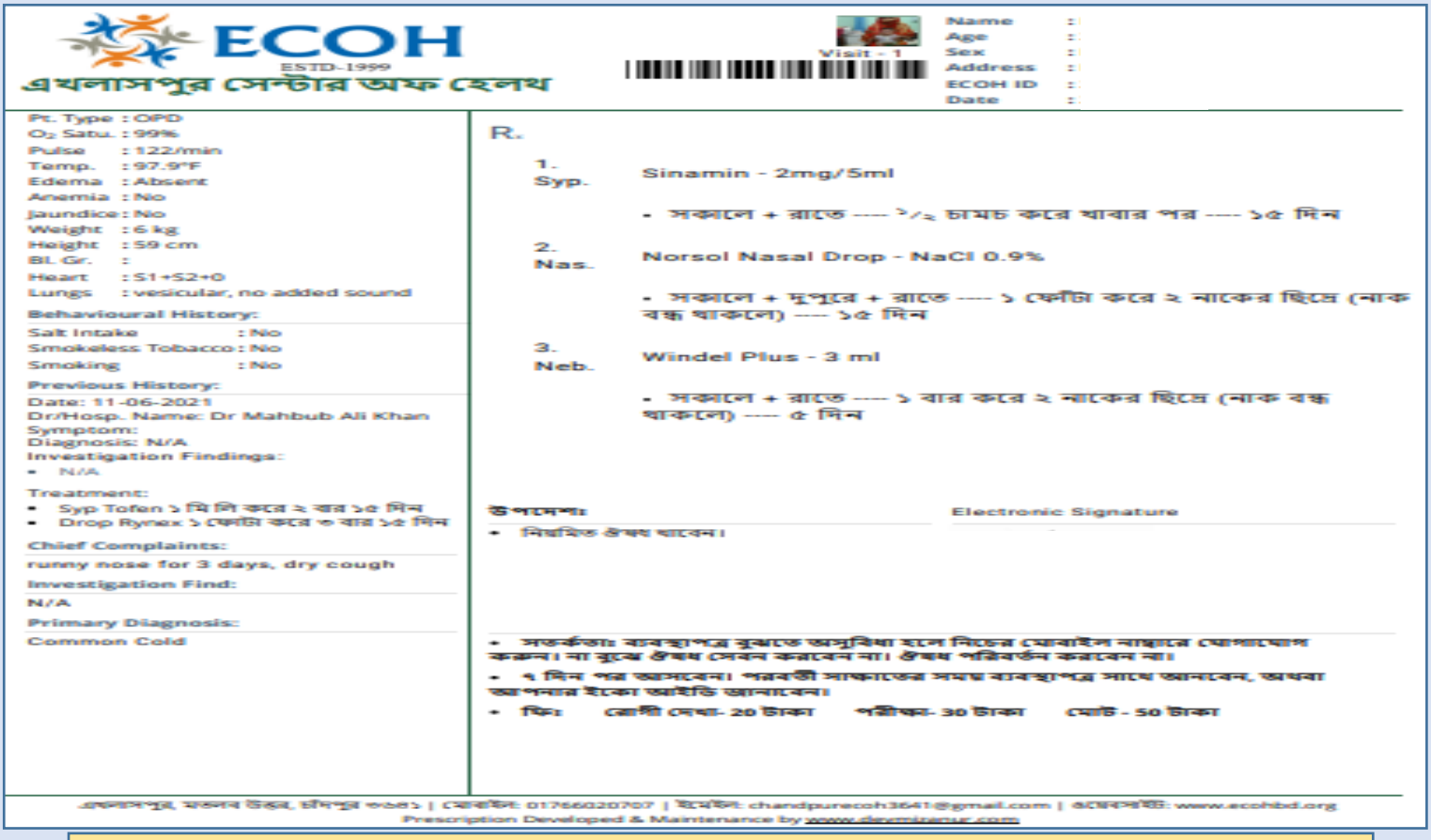
প্রাচীন কাল থেকেই রোগীর প্রেসক্রিপশন হাতে লেখার প্রচলন রয়েছে। এতে অনেক সময় ঔষধের নাম বা কোন নির্দেশনা বুঝতে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন সাধারাণ রোগীরা। ফলে সেবন করে থাকেন ভুল ঔষধ বা মেনে চলেন ভুল উপায়ের নির্দেশনা। আর তাতেই সৃষ্টি হয় নানা বিড়ম্বনার, যা একেবারেই কাম্য নয়! এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষে ইকো চালু করে সফটওয়্যারভিত্তিক প্রেসক্রিপশন সেবা। এই প্রেসক্রিপশনে কম্পিউটারে টাইপ করে ঔষধ এবং নির্দেশনা লেখা হয়ে থাকে যা সরাসরি ইকো'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারকর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও প্রেসক্রিপশনে লেখা কোন ঔষধ বা নির্দেশনা বুঝতে সমস্যা হলে ইকো'র নাম্বারে ফোন করে জেনে নেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। রোগীর সমস্ত তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে রোগী প্রেসক্রিপশন হারিয়ে ফেললেও পূর্বের সকল তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় মুহূর্তের মধ্যেই। এতে করে রোগীর ফাইল পত্রের বোঝা অপসারণ করা যায় খুব সহজেই। এক্ষেত্রে রোগীকে অবশ্যই তাঁর ইকো আইডিটি মনে রাখার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত টেলিমেডিসিন সেবাদান প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। ইকো রোগীদেরকে সর্বোচ্চ সেবাদানে বদ্ধ পরিকর। প্রেসক্রিপশন হারিয়ে গেলেও ইকোতে যোগাযোগ করে যথাযথ তথ্য দিলে রোগীকে তা সরাসরি বা সামাজিক যোগাযোগ (ই-মেইল, ফেসবুক, ভাইবার ইত্যাদি) মাধ্যমের দ্বারা পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সফটওয়্যারভিত্তিক প্রেসক্রিপশন সেবাটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে, নিম্নে তা তুলে ধরা হলোঃ



১ম ধাপে রোগীর বিবরণ নিয়ে প্রোফাইল তৈরি করা



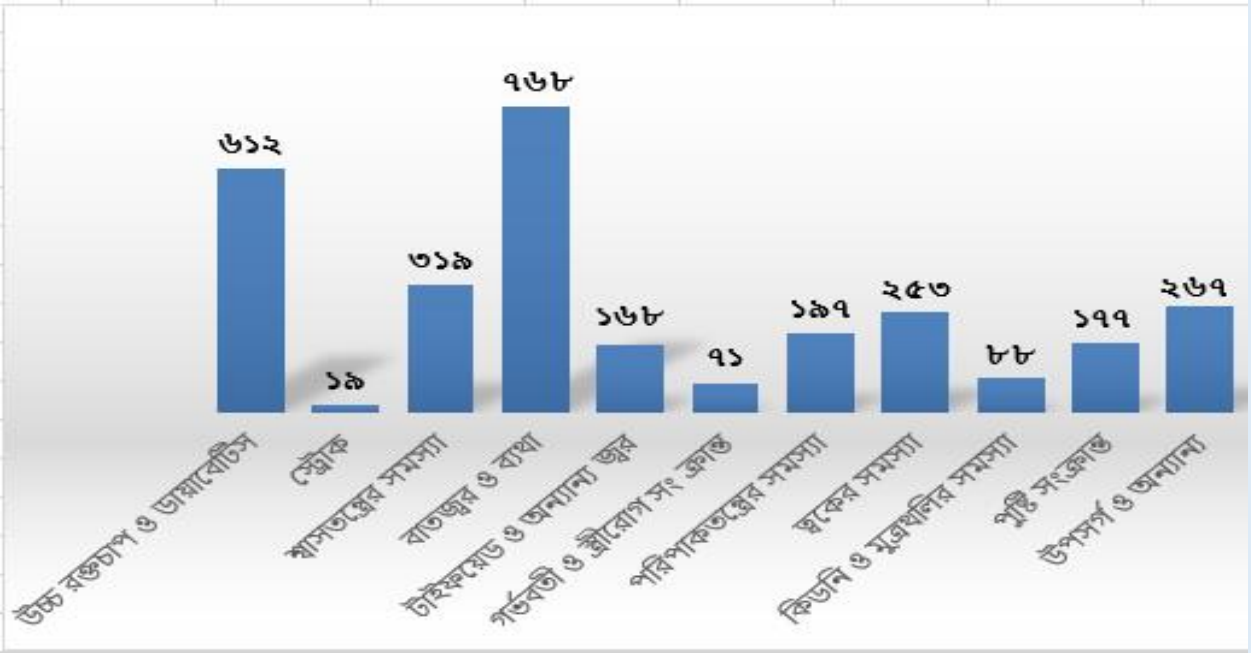
২য় ধাপে রোগীর বিভিন্ন শারীরিক পরিমাপ নির্ণয় করা



সর্বশেষ ধাপে দায়িত্বরত চিকিৎসক কর্তৃক (স্বাক্ষর সম্বলিত) রোগীকে তাঁর রোগের ধরণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা

ইকো বহির্বিভাগ রোগী সেবা

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে বহির্বিভাগ রোগী সেবা ইকো'র একটি বিশেষ দিক। এ সেবা নিতে মতলবসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা আসেন। গত ছয় মাসে (জানু-জুন) এ সেবা নিতে ইকোতে এসেছেন ২৯৩৯ জন, তন্মধ্যে নারী ১৮৫৩ জন ও পুরুষ ১০৮৬ জন। এখালাসপুর ইউনিয়ন থেকে এসেছেন ২১৩১ জন, মতলব উত্তরের অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে ৭৪৪ জন এবং মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর ও অন্যান্য স্থান থেকে ৬৪ জন। রোগের ধরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগজনিত সমস্যা ৬১২ জন; স্ট্রোক এর ১৯ জন; শ্বাসতন্ত্রের সমস্যাজনিত ৩১৯ জন; বাত, বাতজ্বর ও ব্যথা সংক্রান্ত ৭৬৮ জন; টাইফয়েড, ভাইরাল ও অন্যান্য জ্বরের ১৬৮ জন; গর্ভবতী ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ৭১ জন; পরিপাকতন্ত্রের সমস্যাজনিত ১৯৭ জন; ত্বকের সমস্যাজনিত ২৫৩ জন; কিডনি ও মুত্রথলি সমস্যা সংক্রান্ত ৮৮, পুষ্টি সমস্যা সংক্রান্ত ১৭৭ জন এবং উপসর্গ ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ২৬৭ জন এসেছেন।



ইকোতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ

জাতীয় বাতজ্বর ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতায় উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কৃমিনাশক ও ক্যালসিয়াম জাতীয় কয়েক জাতের ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এ বছরের শুরু থেকেই। এ পর্যন্ত মোট ৮০১ জন রোগী ঔষধ নিয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত নিচ্ছেন। এ সমস্ত ঔষধ পেতে হলে রোগীকে অবশ্যই ইকো'র দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।



বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২০

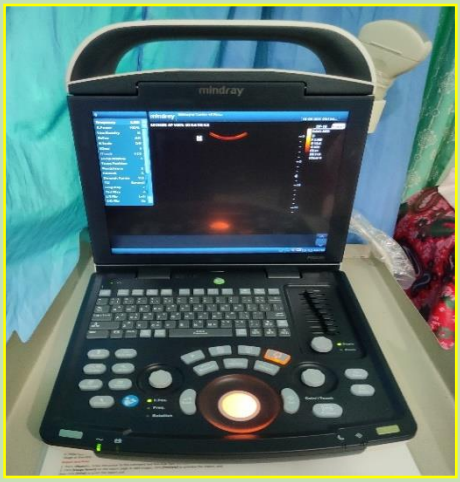
কোভিড-১৯ বৈশ্বিক অতিমারীর এই সময়ে গত ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ইকো বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২০ অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়াল মাধ্যম জুম এর সাহায্যে। উক্ত সভায় ইকো'র হলরুম হতে সরাসরি এবং অনলাইনের মাধ্যমে দেশ বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় অর্ধ শতাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী যোগ দেন। সভায় ২০২০ সালের নানাবিধ কার্যক্রমের বর্ণনা ও ২০২১ সালের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। এছাড়া ইকো'র উত্তরোতর সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শমূলক আলোচনা হয়। সবশেষে, ইকো'র টেকশই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা মাথায় রেখে সর্বসম্মতিক্রমে একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উক্ত সভার সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখতে এখানে ক্লিক করুন-

https://ecohbd.org/admin/video/ECOH_AGM_2020.m4v

নাম মাত্র মূল্যে ইকোতে সর্বাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ল্যাবরেটরি সেবা

রোগ নির্ণয় করতে রোগের উপসর্গের পাশাপাশি মাঝে মাঝে রক্ত, প্রস্রাব বা অন্যান্য কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে, যা নাম মাত্র মূল্যে বা কখনো কখনো রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে ইকোতে। এই কথাকে মাথায় রেখে ইকো দিনে দিনে যুক্ত করে যাচ্ছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। এ বছর যুক্ত হয়েছে আল্ট্রাসনোগ্রাম, প্রস্রাব পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিন মাপা ও ইসিজি পরীক্ষার মেশিন। গত ছয় মাসে (জানু-জুন) ল্যাবরেটরি পরীক্ষা হয়েছে মোট ১৬৯৭ টি; তন্মধ্যে রক্ত পরীক্ষা ১২০৭ টি, প্রস্রাব পরীক্ষা ২৪০ টি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ২৮ টি ও ইসিজি ২২২ টি।



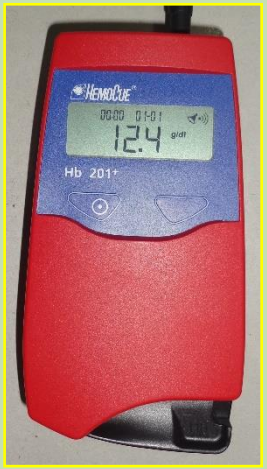
আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন



প্রস্রাব পরীক্ষার মেশিন



ইসিজি পরীক্ষার মেশিন



হিমোগ্লোবিন মাপার মেশিন

বছরব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় ক্যাম্পেইন এ ইকো'র সম্পৃক্ততা



জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমঃ কমিউনিটি ক্লিনিক আয়োজিত এ কার্যক্রমের অধীনে গত ১৭-২০ মে ৫-১৬ বছর বয়সী ৭৬ জন শিশুকে ইকো তে এক ডোজ করে কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো হয়েছে।



জাতীয় ভিটামিন-এ ক্যাম্পেইনঃ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ৮-৯ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি। উক্ত ক্যাম্পেইনে ইকোতে ৬০ জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে।

- **মূল ভাবনা ও অলঙ্করণ**
  ডা. মু. আব্বাস ইবনে করিম
  সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, ইকো
  মোবাইলঃ ০১৮১৫২২২৪২৭ ইমেইলঃ dr.maik08@gmail.com
- **সম্পাদনা**
  সরকার কবির উদ্দিন
  প্রধান শিক্ষক, হাশিমপুর সপ্রাবি
  মোবাইলঃ ০১৮১৯৯২৭৩৭ ইমেইলঃ amitumisay54@gmail.com